OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 02
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 11 - 16
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 11 - 16
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

চৈতন্য সমসাময়িক বৈষ্ণব কবি যশোরাজ খান : একটি অন্বেষণ

বলরাম পাল
গবেষক, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: palbalaram1997@gmail.com
0009-0001-9521-5420

Received Date *30. 04. 2026*
Selection Date *10. 05. 2026*

Keyword
Husain Shah, Rasamanjari, Srikrishnamangal, Vaidya, Brajabuli, Abhisar, Textual Variants, Vaishnava poet.

Abstract
Yashoraj Khan was a Hindu royal official in the court of the Muslim ruler of Gauda, Sultan Alauddin Husain Shah. Under the patronage of Husain Shah, he composed a poetic work titled 'Srikrishna mangal'. Although this work is now lost, a single Vaishnava lyric by him has been preserved in Pitambar Das's 'Rasamanjari', where it appears under the 'Abhisar' (love-journey) section, Yashoraj Khan was a resident of Srikhanda and was born into a Vaidya family. The Bhanita (signature line) of his preserved lyric contains a royal eulogy dedicated to Husain Shah. This lyric is considered to be the earliest example of a Brajabuli composition written in Bengal. From the presence of royal praise of Husain Shah in the poem, it can be inferred that the work was composed during his reign, that is, in the time contemporaneous with Chaitanya. Therefore, Yashoraj Khan can be regarded as a Vaishnava poet contemporary to Chaitanya. Although he was not widely recognized as a major poet within the Vaishnava Padavali tradition, his surviving lyric holds immense significance in understanding the broader landscape of Vaishnava literary practices of his time.

Discussion

আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ১৪৯৩ খ্রিঃ গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং 'হোসেন শাহী' বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। সিংহাসনে আরোহণ করে তিনি সুব্যবস্থা ও সুশাসনের মাধ্যমে বাংলাদেশে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর শাসনকাল (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিঃ) ছিল বাংলাদেশের এক গৌরবময়কাল। বাংলার এই উত্তম শাসক আপন কর্মদক্ষতায় তাঁর রাজ্যসীমা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। তিনি ছিলেন একজন সুবিজ্ঞ ও প্রজাবৎসল সুলতান। তিনি সকল মানুষকে সুনজরে দেখতেন এবং সকলের প্রতি সমান শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন। তিনি সাম্প্রদায়িক মেলবন্ধনে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় হোসেন শাহ সম্পর্কে বলেছেন –

> "জাতি নির্বিশেষে প্রজাপালনই হোসেন শা'র অতুল কীর্তি।"[১]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 02
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 11 - 16
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

তিনি তাঁর রাজসভায় মুসলমান রাজকর্মচারীর পাশাপাশি অনেক হিন্দু রাজকর্মচারী নিয়োগে উদারতার পরিচয় দিয়েছেন। হিন্দু রাজকর্মচারী, সভাসদ এবং কবি পণ্ডিতদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সাকর মল্লিক (সনাতন গোস্বামী), দবির খাস (রূপ গোস্বামী), চিরঞ্জীব সেন, কেশব ছত্রী, সুবুদ্ধি রায় প্রমুখ। সুলতান হোসেন শাহের পূর্ববর্তীকালে গৌড়েশ্বর রুকনুদ্দিন বারবক শাহের রাজসভাতেও রাজকর্মচারী নিয়োগে সুলতানের অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়', কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' রচিত হয়েছিল।

সুশাসক হোসেন শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্যের ব্যাপক চর্চা হয়েছিল। তিনি ছিলেন একজন সাহিত্যানুরাগী সুলতান। তিনি তাঁর রাজসভার কবি পণ্ডিতদের বাংলা সাহিত্য রচনায় উৎসাহ প্রদান করতেন। ফলে মুসলমান ও হিন্দু দুই ধর্মের মানুষদের কলমেই সাহিত্যচর্চা হয়েছিল। মুসলমান কবি কুতুবনের লেখা 'মৃগাবতীকাব্য' (১৫০৩ খ্রিঃ) যেমন রচিত হয়েছিল, তেমনি হিন্দু কবি বিজয় গুপ্ত ও বিপ্রদাসের 'মনসামঙ্গল কাব্য' রচিত হয়েছিল। বাংলা ভাষায় অনূদিত 'মহাভারত'-এও হোসেন শাহের রাজপ্রশস্তি রয়েছে। এছাড়া রাধাকৃষ্ণলীলাকে নিয়ে রচিত হয়েছিল বৈষ্ণব পদ। যশোরাজ খান নামক একজন হিন্দু রাজকর্মচারীর রচিত বৈষ্ণব পদের ভণিতায় সুলতান হোসেন শাহের রাজবন্দনা রয়েছে –

"শ্রীযুত হসন জগত ভূসন
সোহ এ রস জান
পঞ্চগৌড়েস্বর ভোগ পুরন্দর
ভনে জসরাজখান।"[২]

রাজসভার কবি যশোরাজ খানের ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে বেশি কিছু জানা যায় না। রামগোপাল দাসের 'রসকল্পবল্লী' গ্রন্থে যশোরাজ খানের বংশ পরিচয় সম্পর্কে অল্প কিছু জানা যায়। তাঁর মতে, যশোরাজ ছিলেন শ্রীখণ্ড নিবাসী। বৈদ্যখণ্ড গ্রামে রাঘব সেন নামক বৈদ্য বংশজাত এক ব্যক্তি বসবাস করতেন। পরবর্তীকাল সেই বংশে অনেক প্রসিদ্ধ কবি ও বৈষ্ণব ভক্তের জন্ম হয়। যশোরাজ খানও এই বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যিনি ছিলেন একজন কবি –

"যশরাজ খান দামোদর মহাকবি
কবিরঞ্জন আদি সভে রাজ সেবি।"[৩]

যশোরাজ খান, দামোদর এবং কবিরঞ্জন এই তিনজনই এই বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং সকলেই রাজকর্মচারী ছিলেন। কবি যশোরাজ খান যেহেতু বৈদ্য বংশে জন্মগ্রহণ করেন, তাই অনুমান করা যায় তিনি হোসেন শাহী বংশের রাজবৈদ্য অর্থাৎ একজন চিকিৎসক ছিলেন। পৃষ্ঠপোষক রাজা তাঁর রাজসভার কবিদের পাণ্ডিত্যে তুষ্ট হয়ে উপাধি প্রদান করতেন। যেমন 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্য রচনার জন্য মালাধর বসুকে গৌড়েশ্বর রুকনুদ্দিন বারবক শাহ 'গুণরাজ খান' উপাধি দিয়েছিলেন। এ বিষয়ে সুকুমার সেন বলেছেন –

> "সে-উপাধির শেষের অংশ তুর্কী শব্দ অব্রাহ্মণ হইলে 'খান' ব্রাহ্মণ হইলে 'মিশ্র'। 'খান' অর্থ ঠাকুর বা মহাশয়। যেমন - শুভরাজ-খান, গুণরাজ-খান, যশোরাজ-খান ইত্যাদি। এসব নামের 'রাজ-খান' অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া অনেক পরে 'রায়-খাঁ' পদবীতে পরিণত হইয়াছিল।"[৪]

অতএব, বলা যায় যশোরাজ খান কবির প্রকৃত নাম নয়। এটি আসলে সুলতান হোসেন শাহ প্রদত্ত উপাধি।

বৈষ্ণব পদসংকলন গ্রন্থে যশোরাজ খান রচিত একটি মাত্র পদ পাওয়া যায়। পদটি প্রথম সংকলিত হয়েছিল পীতাম্বর দাসের লেখা 'রস-মঞ্জরী' গ্রন্থে। তবে বর্তমানে বেশ কিছু বৈষ্ণব পদসংকলন গ্রন্থে পদটি সংকলিত হয়েছে। যশোরাজ খান 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' নামে একটি কাব্য রচনা করেছিলেন। এই কাব্য থেকেই পদটি পীতাম্বর তাঁর কাব্যে সংকলন করেছিলেন। তবে 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' কাব্যটি লুপ্ত হয়ে যাওয়ায় সেই কাব্য সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তাছাড়া তিনি আলাদাভাবে রাধাকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে আর কোনো বৈষ্ণব পদ রচনা করেছিলেন কিনা সে বিষয়েও কিছু জানা যায় না।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 02
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 11 - 16
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' ও 'রস-মঞ্জরী'-তে উদ্ধৃত বৈষ্ণব পদটি থেকে মুসলমান সুলতানের রাজদরবারে বৈষ্ণব সাহিত্যচর্চার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি কোন সময়ে 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' কাব্যটি রচনা করেছিলেন সে সম্পর্কে কোনো তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে তাঁর পদটিতে পৃষ্ঠপোষক সুলতান হোসেন শাহের রাজপ্রশস্তি থাকায় তাঁর শাসনকাল অর্থাৎ ১৪৯৩ থেকে ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী কোনো এক সময়ে কাব্যটি রচিত বলে অনুমান করা যায়। এই সময়পর্ব মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে চৈতন্য সমসাময়িক কাল হিসেবে পরিচিত। কারণ বাঙালির প্রাণপুরুষ শ্রীচৈতন্যদেব ১৪৮৬ খ্রিঃ আবির্ভূত হয়ে সমগ্র বাঙালি জাতিকে প্রেমধর্মের বন্যায় ভাসিয়ে ১৫৩৩ খ্রিঃ পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। তাই যশোরাজ খান ছিলেন একজন চৈতন্য সমসাময়িক কবি এবং এই চৈতন্য সমসাময়িক কালেই কবি তাঁর কাব্যটি রচনা করেছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে – পুরী থেকে বৃন্দাবন যাওয়ার পথে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব গৌড়ের রাজসভার নিকটবর্তী রামকেলি গ্রামে এসেছিলেন। সেখানে চৈতন্যচরণ দর্শনের জন্য বহু ভক্তের সমাগম হয়। কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা মহাপ্রভুর অপার মহিমা দেখে যবনরাজা হোসেন শাহ বিস্মিত হন এবং মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরের অবতার বলে মনে করেন। এই গ্রামেই হোসেন শাহের রাজকর্মচারী সাকর মল্লিক (সনাতন গোস্বামী) ও দবির খাস (রূপ গোস্বামী) দুই ভাই মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করেন। ফলে বোঝা যায়, এই রামকেলি গ্রাম থেকে বৈষ্ণব ভক্তিরস খুব সহজভাবেই গৌড়ের রাজসভায় পৌঁছে গিয়েছিল। তাছাড়া, এই গ্রন্থেই মুসলমান সুলতান হোসেন শাহ বিষ্ণুর অংশ বলে উল্লেখিত হয়েছেন –

"তুমি নরাধিপ হও বিষ্ণু-অংশ সম।।"[৫]

রাজসভার এই বৈষ্ণবীয় পরিমণ্ডল যশোরাজ খানকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। আশা করা যায়, চৈতন্যদেবের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েই সুলতান হোসেন শাহ যশোরাজ খানকে 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' কাব্য রচনার আদেশ দেন। ফলে হিন্দু ও মুসলমান দুই ধর্মের সাংস্কৃতিক মিলন ঘটে।

যশোরাজ খান বিরচিত বৈষ্ণব পদটি 'রস-মঞ্জরী' সহ অন্যান্য বৈষ্ণব পদসংকলন গ্রন্থে 'অভিসার' রসপর্যায়ের অন্তর্গত। তবে সুকুমার সেন 'বৈষ্ণব পদাবলী' গ্রন্থে পদটিকে 'দর্শনোৎকণ্ঠিতা' পর্যায়ের বলে উল্লেখ করেছেন। এক্ষেত্রে 'রস-মঞ্জরী' অনুযায়ী পদটিকে অভিসার পর্যায়ের হিসেবেই গ্রহণ করে আলোচনা করা হয়েছে। প্রিয় মিলনের উদ্দেশ্যে নায়ক বা নায়িকার সংকেত কুঞ্জে গমনকে অভিসার বলে। গভীর প্রেমবশত নায়ক বা নায়িকা প্রাকৃতিক ও সামাজিক বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করে প্রিয়জনের সান্নিধ্য লাভ করে। তবে পদাবলি সাহিত্যে নায়ক অপেক্ষা নায়িকার অভিসার সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। আলোচ্য পদটিতে অভিসারের নায়ক শ্রীকৃষ্ণের (মাধব) উল্লেখ থাকলেও নায়িকা রাধার নাম প্রত্যক্ষভাবে উল্লেখিত হয়নি। তবে নায়িকার নাম উল্লেখের পরিবর্তে 'সুন্দরী' বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে। 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' কাব্যটি লুপ্ত হয়ে যাওয়ায় এই কাব্যের অন্তর্গত আলোচ্য পদটির পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী কোনো পদে রাধার উল্লেখ ছিল কিনা জানা যায় না। আবার এমনও হতে পারে কাব্যের অন্য পদে রাধার নাম ছিল। অভিসার কথাটি শুনলে সবার প্রথমে যাঁর নাম মনে আসে তিনি হলেন রাধা। যিনি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের ভয়, পারিবারিক ও সামাজিক বাধাকে উপেক্ষা করে প্রিয়জন শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ করার জন্য গৃহ থেকে বেরিয়ে পথে নেমেছেন। তাছাড়া প্রাকচৈতন্য বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের অভিসার পর্যায়ের পদের নায়িকা যেহেতু রাধা। আবার চৈতন্য সমসাময়িক অন্যান্য বৈষ্ণব পদকর্তাদের রচিত অভিসার পর্যায়ের পদের নায়িকা হিসেবেও রাধার উজ্জ্বল উপস্থিতি। তাই, রাধার উল্লেখ না থাকলেও অভিসার পর্যায়ের এই পদটির নায়িকা হিসেবে রাধাকেই গ্রহণ করা হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের জন্য রাধা অভিসারে যাবেন। তাই, কৃষ্ণের সম্মুখে নিজেকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার জন্য রাধা প্রসাধন করছেন। নিজের দেহকে সুসজ্জিত করতে তিনি তাঁর স্তনে চন্দনের প্রলেপ দিচ্ছেন। এক স্তনে প্রলেপ দেওয়া হয়েছে এমন সময় তিনি কৃষ্ণ আসছেন শুনে অস্থির হয়ে পড়েন। ফলে অন্য স্তনটিতে চন্দনের প্রলেপ না দিয়েই রাধা প্রিয়দর্শনের ব্যাকুলতায় ছুটে এসেছেন দরজায়। কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী রাধার কুচযুগলের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি বলেছেন - তুষারাবৃত পর্বত ও সোনার পর্বত যেন রাধার কোলে এসে মিলিত হয়েছে। প্রেমিক কৃষ্ণের অপেক্ষায় কৃষ্ণপ্রেমে ব্যাকুল রাধা দরজায় দাঁড়িয়ে পায়চারি করছেন। এখানে প্রিয়জন দর্শনের জন্য রাধার চিত্তের উৎকণ্ঠা প্রকাশিত হয়েছে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 02
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 11 - 16
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অভিসারের সাজ অসমাপ্ত রেখে প্রিয় দর্শনের জন্য ছুটে আসায় রাধার এক চোখ কাজল রঞ্জিত এবং অপর চক্ষু কাজল বিহীন –

"ডাহিন লোচন কাজরে রঞ্জিত
ধবল রহল কর বাম।"[৬]

আত্মহারা রাধার কাজল শোভিত দক্ষিণ লোচন যেন নীলকমল আর কাজলহীন বাম নয়ন যেন শ্বেতকমল। ওই কমল দুটি দিয়েই কামদেব চন্দ্রদেবের পূজা করেছেন। ভণিতায় পদকর্তা যশোরাজ খান বলেছেন দেবরাজ ইন্দ্র তুল্য পৃথিবীর অলংকার স্বরূপ পঞ্চগৌড়ের ঈশ্বর সুলতান হোসেন শাহই এই রাধাকৃষ্ণ প্রেমরসের যথার্থ উপলব্ধিকারী। বৈষ্ণব কবি জ্ঞানদাসের লেখা অভিসার পর্যায়ের পদেও আমরা নায়িকা রাধাকে এমন ভাবেই কৃষ্ণের জন্য প্রসাধনরত অবস্থায় দেখতে পায়। অভিসার পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি হলেন গোবিন্দদাস। যিনি ছিলেন একজন চৈতন্য পরবর্তী যুগের বৈষ্ণব পদকর্তা। তবে চৈতন্য তিরোধানের আগে বাংলাদেশে অভিসার পর্যায়ের পদ রচনায় যশোরাজ খানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

ব্রজবুলি হল একটি কৃত্রিম সাহিত্য ভাষা। মৈথিলি ভাষার সঙ্গে বাংলা, হিন্দি ও ব্রজভাষার সংমিশ্রণে এই মিশ্র ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। এই ভাষায় রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে কেন্দ্র করে মধ্যযুগের বৈষ্ণব কবিরা এক বিশাল সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। বাংলাদেশের পাশাপাশি আসাম ও উড়িষ্যাতেও এই ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। মৈথিল কবি বিদ্যাপতির হাতে এই ভাষার ব্যাপক চর্চা হয়েছিল। রাজসভার কবি বিদ্যাপতি এই ভাষায় রাধাকৃষ্ণ প্রেমের পদ রচনা করেছিলেন এবং সেই ধারা পরবর্তী বৈষ্ণব কবিরা অনুসরণ করেছিলেন। ভাষাচার্য সুকুমার সেনের মতে, যশোরাজ খানই বাংলাদেশের প্রথম ব্রজবুলি ভাষার কবি –

> "The earliest Brajabuli poem connected with Bengali literature is one written by Yasoraja-Khan."[৭]

বাংলাদেশে চৈতন্য অন্তর্ধানের আগে যশোরাজ খানের লেখনীতেই প্রথম ব্রজবুলি ভাষায় বৈষ্ণব পদ রচিত হয়। আমাদের আলোচ্য অভিসার পর্যায়ের পদটি সেই ব্রজবুলি ভাষার আদি নিদর্শন।

মধ্যযুগের পুথি নির্ভর সাহিত্যে পাঠান্তর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বৈষ্ণব পদসংকলন গ্রন্থগুলিতে যশোরাজ খান রচিত পদটির ভিন্ন পাঠ পাওয়া যায়। অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় যশোরাজ খান রচিত বৈষ্ণব পদটির পাঠান্তর নিয়ে বিশদে আলোচনা করেছেন। এখানে একটি দৃষ্টান্ত সহযোগে যশোরাজ খানের পদের পাঠান্তরের বিষয়টি তুলে ধরা হল –

আধ পদচালন	করিঞা সুন্দরী – নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত 'রস-মঞ্জরী'
আধ পদ চালন	করিঞা সুন্দরী - হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সুকুমার সেন ও প্রফুল্লচন্দ্র পাল সম্পাদিত 'রসকল্পবল্লী'
আধ পদচারি	করত সুন্দরী – হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বৈষ্ণব পদাবলী'
আধ পসাহন	করিঞা সুন্দরী – সুকুমার সেনের 'বৈষ্ণব পদাবলী'
আধপদচারি	করত সুন্দরী - সনাতন গোস্বামী সম্পাদিত 'বৈষ্ণব পদাবলী'
আধপদ চালন	করত সুন্দরী - হীরেন চট্টোপাধ্যায়ের 'বৈষ্ণব পদাবলীর রূপরেখা'

আর এই পাঠান্তরের কারণেই ভণিতা অংশে পদকর্তার নামেও বিভিন্ন পাঠ দেখা গেছে। যেমন – জসরাজখান, যশোরাজ খান, যশরাজ খান, যসোরাজখান ইত্যাদি।

'রস-মঞ্জরী'তে সংকলিত যশোরাজ খানের পদটিতে অথ রাগের উল্লেখ রয়েছে। তাছাড়া পদটির মধ্যে একবার 'ধ্রু' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর ফলে পদটির গীতিধর্মিতা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। পদটি যে বিশেষত সুলতান হোসেন শাহের রাজসভায় গান করে গাওয়ার নিমিত্ত রচিত হয়েছিল তা সহজেই বোঝা যায়। প্রাচীন মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রয়োগে পদটি

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 02
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 11 - 16
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

হয়েছে শ্রুতিমধুর। তাছাড়া পদকর্তা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে রূপক ও উপমা অলংকার ব্যবহার করে পদটির কাব্যসৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছেন।

রাজসভাশ্রিত অপ্রধান বৈষ্ণব কবি যশোরাজ খান রচিত বৈষ্ণব পদটির যথেষ্ট ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। কারণ পদটির মাধ্যমে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে মুসলমান রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্যচর্চার পরিচয় পাওয়া পায়। তাছাড়া রাধাকৃষ্ণ প্রেমের এই সুললিত পদ থেকে রাজসভার রাজকর্মচারীদের বৈষ্ণব ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দু কবি রচিত পদটির ভণিতায় মুসলমান শাসকের রাজবন্দনা থেকে হিন্দু ও মুসলমান দুই ধর্মের সাংস্কৃতিক সমন্বয় স্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায়। যশোরাজ খান একজন সুপরিচিত বৈষ্ণব কবি ছিলেন না। তবে চৈতন্য সমসাময়িক পদাবলি সাহিত্য আলোচনায় এই সময়পর্বের অন্যান্য বৈষ্ণব কবিদের পাশাপাশি তাঁর যথেষ্ট মর্যাদা রয়েছে। চৈতন্য তিরোধানের পূর্বে যশোরাজ খান অত্যন্ত সরলভাবে কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী অভিসারিকা রাধার অস্থিরতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। বাংলাদেশে ব্রজবুলি ভাষায় রচিত বৈষ্ণব পদের আদি নিদর্শন রূপেও তাঁর রচিত পদটি অমূল্য। মধ্যযুগের বৈষ্ণব সাহিত্যাকাশে তিনি একবার জ্বলে উঠে পরক্ষণেই নিষ্প্রভ হলেন। বাঙালির কাছেও তিনি বিস্মৃত হলেন। সেই বিস্মৃত বৈষ্ণব কবি ও তাঁর রচিত পদ অনুসন্ধানের মাধ্যমে চৈতন্য সমসাময়িক কালে বৈষ্ণব সাহিত্যচর্চার একটি খণ্ড চিত্র পাওয়া যায়। চৈতন্য সমসাময়িক কালে বৈষ্ণব সাহিত্যচর্চার বিস্তারিত পরিচয় সম্পর্কে অবগত হতে বৈষ্ণব কবি যশোরাজ খান বিশেষভাবে স্মরণীয়।

Reference:

১. চৌধুরী, কমল (সম্পাদক), মধ্যযুগে বাঙ্গলা, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০২, পৃ. ৪৩
২. বসু, নগেন্দ্রনাথ (সম্পাদক), রস-মঞ্জরী, কলিকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্, ১৩০৬, পৃ. ৮
৩. মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ, সুকুমার সেন এবং প্রফুল্লচন্দ্র পাল (সম্পাদক), রসকল্পবল্লী ও অন্যান্য নিবন্ধ, কলিকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, খণ্ডিত, পৃ. ১৬৭
৪. সেন, সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড), কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৮, পৃ. ৯৮
৫. সেন, সুকুমার (সম্পাদক), চৈতন্যচরিতামৃত, কলকাতা : সাহিত্য অকাদেমি, ২০২১, পৃ. ৪১
৬. বসু, নগেন্দ্রনাথ (সম্পাদক), রস-মঞ্জরী, কলিকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্, ১৩০৬, পৃ. ৮
৭. Sen, Sukumar, A History of Brajabuli Literature, Calcutta : University of Calcutta, 1935. পৃ. ২

Bibliography:

চৌধুরী, কমল (সম্পাদক), মধ্যযুগে বাঙ্গলা, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০২
মিত্র, খগেন্দ্র নাথ, সুকুমার সেন, বিশ্বপতি চৌধুরী এবং শ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী (সম্পাদক), বৈষ্ণব পদাবলী (চয়ন), কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৭
চৌধুরী, তেসলিম, ভারতের ইতিহাস আদিমধ্য যুগ থেকে মধ্যযুগে উত্তরণ ৬০০-১৫৫৬, কলকাতা : প্রগতিশীল প্রকাশক, ২০১৫
বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ, রাজসভার কবি ও কাব্য, কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১৫
বসু, নগেন্দ্রনাথ (সম্পাদক), রস-মঞ্জরী, কলিকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্, ১৩০৬
গোস্বামী, সনাতন (সম্পাদক), বৈষ্ণব পদাবলী, কলকাতা : গ্রন্থ বিকাশ, ২০২১
সেন, সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড), কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৮
সেন, সুকুমার (সম্পাদক), চৈতন্যচরিতামৃত, কলকাতা : সাহিত্য অকাদেমি, ২০২১
সেন, সুকুমার, বৈষ্ণব পদাবলী, কলকাতা : সাহিত্য অকাদেমি, ২০১৮
মুখোপাধ্যায়, সুখময়, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম, কলকাতা : ভারতী বুক স্টল, ২০২২
মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ (সম্পাদক), বৈষ্ণব পদাবলী, কলিকাতা : সাহিত্য সংসদ, ২০২১

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 02
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 11 - 16
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ, সুকুমার সেন এবং প্রফুল্লচন্দ্র পাল (সম্পাদক), রসকল্পবল্লী ও অন্যান্য নিবন্ধ, কলিকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, খণ্ডিত, বৈদ্যুতিন মাধ্যম : https://granthagara.com
চট্টোপাধ্যায়, হীরেন, বৈষ্ণব পদাবলীর রূপরেখা, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০২১

ইংরেজি সহায়ক গ্রন্থ :
Sen, Sukumar. A History of Brajabuli Literature, Calcutta : University of Calcutta, 1935

সহায়ক পত্রিকা :
চট্টোপাধ্যায়, অরবিন্দ, 'যশোরাজ খানের পদের পাঠান্তর ও নামান্তর', সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১২৩ বর্ষ, ১-৪ সংখ্যা, ১৪২৩